



খাদ্যসার্বভৌমত্ব

মাহমুদুল হক ফয়েজ

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য একদিকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, রোগ শোক থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে খাদ্য আমাদের নিজস্ব জীবন যাপন এবং সংস্কৃতিরও ধারক ও বাহক। মানবজাতির আদি সভ্যতার সূতিকাগার হোলো কৃষি। মানুষ প্রথম সভ্যতার বীজ বপন করে শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে। সে তার নিজস্ব প্রয়োজনে নিজস্ব আঞ্জিকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্য উৎপাদন শুরু করেছিলো। মানুষের সভ্যতার সাথে সাথে কৃষির শতস্ফূর্ত সভ্যতাও সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে। এই কৃষি সভ্যতার সামান্য বতায় ঘটলে মানুষের সভ্যতারও বতায় ঘটে। কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা অবজ্ঞা করে কোনো সভ্যতা টিকে থাকতে পারেনা। আমরা দেখতে পাই আদিকাল থেকে এই কৃষি উৎপাদনের সাথে মানুষের মূল্যবোধ ও একটি দর্শনও জড়িত রয়েছে। এটা হোলো সে শুধু তার নিজের জন্যই উৎপাদন করেনা সে তার জনগোষ্ঠীর জন্যও খাদ্য উৎপাদন করে। খাদ্য গ্রহন করে সে যেমন নিজে বেঁচে থাকে আবার অপরকেও বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, খাদ্য উৎপাদনের সাথে মুন্যফার কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে জড়িত রয়েছে এক গভীর মূল্যবোধের প্রশ্ন। এ মূল্যবোধই তাকে মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে দেয়। মানুষ একই সাথে তার নিজের খাদ্য উৎপাদন করে এবং অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যও সে নিশ্চিত করে। খাদ্যের সার্বভৌমত্ব হোলো নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করা এবং সেই খাদ্য উৎপাদনের প্রকৃয়া নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখা। এর জন্য তার পরিবেশের দিকেও তাকে নজর রাখতে হয়। তাই কৃষি উৎপাদন শুধু খাদ্য উৎপাদনই নয় এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রকৃতি প্রতিবেশ পরিবেশ এবং অন্যান্য প্রাণী জগতের সাথে নিবীড় সম্পর্ক। এ সমস্ত কিছুর সাথে সম্পর্ক রেখেই খাদ্য উৎপাদন করে মানুষের সভ্যতা চলমান রয়েছে। খাদ্যে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে কৃষকের নিজ এলাকার পরিবেশ, সংস্কৃতি ও কৃষি পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন ও জনগনের খাদ্য পাবার অধিকার। এই অধিকারের মধ্যে নিরাপদ, পুষ্টি সম্মত এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল খাদ্যের কথা আছে। খাদ্যে সার্বভৌমত্বের অধিকার একই সাথে জমি পানি বীজ এবং সকল প্রাকৃতিক সম্পদেরও অধিকার বুঝায়। কৃষিতে নারীর অবদান এবং সক্রিয় অংশগ্রহনের সম্পূর্ণ স্বীকৃতিও এর সঙ্গে বুঝায়। কিন্তু বর্তমানে কর্পোরেট পুঁজির

ব্যবস্থাপনায় কৃষি একটি শিল্প কারখানায় পরিণত হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানীর মুনাফার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে কৃষি। এর ফলে এই অধিকার এখন খর্ব হতে বসেছে। যদিও খাদ্যে সার্বভৌমত্ব মৌলিক অধিকার হিসাবে বহু আন্তর্জাতিক সনদে স্বীকৃত কিন্তু তবুও বিশ্বের বহু দেশ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পঞ্চাশ কোটি লোক যারা কৃষক ও সরাসরি উৎপাদক হিসাবে কাজ করছে তারা পুষ্টি হীনতার শিকার। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে এই চিত্র খাদ্য ঘাটতির কারনে হচ্ছে না বরং কৃষক ও গরিব মানুষ সহ খাদ্য উৎপাদক গোষ্ঠীর জমি সম্পদে অধিকার নেই। ফাও মনে করে এর প্রধান কারন খাদ্য সরবরাহে ত্রুটি ও সময় সঠিক মত খাদ্য পাচ্ছেনা বলেই ঘটছে।

২০০২ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (ফাও) আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন +৫-এ বিশ্বের সরকার এবং রাষ্ট্র প্রধানরা ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গীকার ও প্রস্তাব গ্রহন করেছে। অনেকেই মনে করছেন তা বাস্তবে একটি অবাস্তব প্রস্তাব। ক্ষুধা ও অপুষ্টি বানিজ্য উদারিকরনের ফলেই ঘটছে। বিশ্ব ব্যংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ) এর বানিজ্য উদারিকরনের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী এশিয়ার গরিব ঋনগ্রস্ত দেশগুলোকে কৃষি ক্ষেত্রে বানিজ্য নীতি ও উদারিকরনের আওতায় আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। এরফলে কৃষক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী ও শিশু সহ সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন মৃত্যুর মুখে ধাবিত হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত এ অবস্থার পরিবর্তন করা না হবে তত দিন পর্যন্ত ক্ষুধা দারিদ্র অপুষ্টি থাকবেই। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার খোলা বানিজ্যনীতি এবং গোলকায়নের নানান কৌশল তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রনহীন করে তুলছে। যারফলে কোটি কোটি ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন চাষী ক্ষেতমুজুর এবং আদিবাসী জনগন এখন জমি পানি এমনকি তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় ফলে খাদ্য উৎপাদনে মানুষের অধিকার মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে খাদ্য সার্বভৌমত্বের চরম হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কৃষকদের সংগঠনগুলো এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ গড়ে তুলছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে ভারত ও বাংলাদেশ। কৃষিতে বিশ্বের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে মালয়শিয়ার পেষ্টিসাইড একশান নেটওয়ার্ক (প্যান-এপি)।

২০০৪ সালের ২৫-২৭ নভেম্বর ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করবার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এতে বাংলাদেশ ও ভারত সহ প্রশান্ত মহাদেশীয় অঞ্চল ছাড়াও পৃথিবীর ৩৭টি দেশের ২০০ প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করে। এই সম্মেলনের আয়োজনে ছিলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান উবিনীগ (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা)। এই সম্মেলনের গুরুত্ব ব্যখ্যা কও উদ্বোধনী বক্তব্য দেন উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার এবং এশিয়া প্যাসিফিক রিসার্স নেটওয়ার্ক -এর বোর্ড কনভেনর ইনু রেইকো। তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে খাদ্যসার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন উবিনীগের

চেয়ারম্যান ফরহাদ মজহার, মালয়েশিয়ার সরোজিনী রেজাম, কানাডার প্যাট মুনি, ফিলিপাইনের টনি টুহান ও র্যাফেল মারিয়ানা, পাকিস্তানের শহীদ জিয়া, নিউজিল্যান্ডের জেইন কেলসি, ভারতের পি.ভি.সতীশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলনে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ খাদ্যসার্বভৌমত্বের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন।

অধিক খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাব্য বুলি আউডিয়ে বহুজাতিক কোম্পানী গুলো কৃষিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। এর সহায়ক শক্তি হচ্ছে বিশ্ব ব্যংক ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যংক। কৃষিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে খাদ্য বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এই বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করে মানুষ দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অপর দিকে শহর গঞ্জ গ্রামে বেঙের ছাতার মত প্রাইভেট ক্লিনিক হাসপাতাল গড়ে উঠছে।

বিশ্বায়নের মাধ্যমে মহাদেশীয় কর্পোরেশন গুলি ফায়দা লুটছে। তারা কৃষি কেমিক্যালস বীজ ও খাদ্য শিল্পের ব্যাপারে কৌশল নির্ধারণ করছে ও এক চেটিয়া ব্যবসায়িক প্রভাব বিস্তার করছে। এতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর কৃষি সামগ্রী অব্যবহারে বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় ভাবে খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্ব হারাচ্ছে। তারা বিশেষ করে গরীব দেশে দেশে অব্যবহারে ভাবে খাদ্য মণ্ডল গড়ে তুলছে। কৃষি শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে এবং রপ্তানীমুখী শস্য উৎপাদনের ফলে অধিকতর কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কৃষক শ্রমিক ভোক্তা বিপর্যয়ে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আমাদের খাদ্য, জমি, বাতাস ও পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে।

মহাদেশীয় কর্পোরেশন গুলি জেনেটিক ভাবে উদ্ভাবিত অনুজীব, বীজ ও খাদ্য বিপণনের ফলে জনস্বাস্থ্য জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও জীবন ধারণের ব্যাপারে নতুন হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রযুক্তি ভুল ও অনৈতিক বিপণন দ্বারা ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও পেটেন্ট ‘ল’ বীজ সংরক্ষণের অন্তরায় যা জনগণের খাদ্য সার্বভৌমত্বের জন্য সমস্যা। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ধান আঞ্চলিক খাদ্য সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী। জমি হচ্ছে খাদ্য, জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতির উৎস। বিবেক বর্জিত বৃহদাকার জমির মালিক ও মহাদেশীয় কর্পোরেশন গুলি সরকারের সাহায্যে বানিজ্য উদারনীতি রপ্তানী মূলক খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদনে বিকল্প জমি ব্যবহারের ফলে ক্ষুদ্র চাষিগণ ও তাদের পরিবার বর্গ জমি হতে বিতাড়িত হচ্ছে। এভাবে জমি দখলও ত্বরান্বিত হচ্ছে। একে একে হারিয়ে যাচ্ছে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আদি শিক্ষা ব্যবস্থা, বীজ ও প্রাণ বৈচিত্র্য। জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। মৎসজীবীরা হারাচ্ছে তাদের জীবন ও জীবিকা। জল ও নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এক বিশাল জন গোষ্ঠী। মহিলারা অধিক হারে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অব্যবহারে হচ্ছে সামরিকীকরণ। অমানবিক ভাবে হচ্ছে মানব অভিযান। বাড়ছে ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা। ভূমি হীনের সংখ্যা আশংকা জনকভাবে বাড়ছে। এসবের জন্য সচেতন মহল গভীরভাবে উদ্বেগ হয়ে পড়ছে। এখন পৃথিবী ব্যাপী দাবী উঠছে খাদ্য সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তার জন্য। যে সব দাবী গুলো এখন খুবই সোচ্চার সে গুলো হলো—

১. সঠিক ভূমি বন্টন নীতি যা ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষি কৃষক পরিবারের ছেলে মেয়ে উভয়েই যারা জমিতে কাজ করে বা পূর্বে উৎখাত হয়েছে সকলকে কৃষি উৎপাদনে সাহায্য প্রদান সহ মহাদেশীয় কর্পোরেশনের প্রভাব মুক্ত রাখা অপরিহার্য। সঠিক ভূমি বন্টন নীতিই কেবল খাদ্য সার্বভৌমত্ব, জমি ও খাদ্য বিষমুক্ত এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

২. কৃত্রিম কীটনাশক যা স্বল্পমেয়াদি অথবা দীর্ঘমেয়াদি এন্ডোক্রাইন জনিত ক্ষতির কারন হতে পারে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রন হ্রাস বা পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

৩. কর্পোরেশন গুলিকে নিষ্কৃয় করা সহ কীটনাশক বিরোধী আন্দোলনকারীকে সরকার কতৃক হয়রানী বন্ধ করা আবশ্যিক। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা করা দরকার।

৪. ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়ের পক্ষ হতেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (জি,এম) মাধ্যমে উদ্ভাবিত বীজ খাদ্য এবং কৃষিতে অনুজীবের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। অনতিবিলম্বে জি.এম. খাদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

৫. কর্পোরেট ও সরকারের জবাবদিহিতা সহ এ্যগ্রো কেমিক্যাল এবং খাবারের উপর যে অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সকল প্রকার অন্যায়ের অবসান করতে হবে।

এখন খাদ্যের এ বিষাক্ত আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পৃথিবীর মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে। মানবজাতির আগামী সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখন জরুরী হয়ে পড়েছে খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। সবার আগে প্রয়োজন পৃথিবীকে বিষ মুক্ত করা।

মাহমুদুল হক ফয়েজ

ফিল্যান্স সাংবাদিক, নোয়াখালী,
উ-সম্বন্ধ :- সম্বন্ধিত্ব(ম)সম্বন্ধ.পড়স
সড়ন: ০১৭১১২২০৩১১

৭.৭.২০০৭

--